রোগী, কখন কী হয় বলা যায় না। তাই ঢাকা মেডিক্যালে পাঠিয়ে দিয়েছি।

সার্জারি বিশেষজ্ঞের অধীনে ভর্তি রোগী, পিত্তনালী ও পিত্তথলিতে পাথর হয়েছে, আমাকে ডেকেছেন দেখার জন্য। এসব রোগীদের আমরা ইআরসিপি করে পিত্তনালীর পাথর বের করি এবং পরে ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে পিত্তথলির পাথর অপসারণ করে থাকি। যথারীতি উপরি উক্ত পরামর্শ দিলাম। সার্জন বললেন, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে নিই, কখন কী হয় বলা যায় না। পরের দিন রাউন্ডে গিয়ে দেখি রোগী বাড়ি চলে গেছে। মেডিক্যাল অফিসারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি– রোগী ডিসচার্জ হয়ে গেছে। দেড় মাস পর আবার এসে চিকিৎসা নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম, আমার সতীর্থ অপারেশন কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ কোনো চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে নিরাপদ বোধ করছেন না।

কয়েক দিন ধরে আমাকেও আত্মীয়স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী এমনকি সুহৃদ রোগীরাও ফোন করে পরামর্শ দিয়েছেন সাবধানে কাজ করতে। আমার শিক্ষক অন্য বিভাগের অধ্যাপক ফোন করে বলেছেন, 'তুমি তো ইন্টারভেনশন করো। এখন একটু দেখেশুনে করো। কে যে বিপদে ফেলে দেয় বলা যায় না।'

সরকারি হাসপাতালে ভর্তি রোগী, আমার পূর্বতন এক সহকর্মী চিকিৎসকের আত্মীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাগজপত্র নিয়ে এসেছেন দেখাতে। কাগজপত্র দেখে বুঝতে পারলাম লিভার ফেইলিউরের রোগী মোটামুটি অসুস্থ। সব বুঝিয়ে বলতেই রোগীর বড় ছেলে ব্যবসায়ী বললেন, দেশের কোথায় চিকিৎসা করাব ভরসা পাচ্ছি না। আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা নেই। আমাদেরকে একটু ভেলোরে রেফার করে দিন। জিজ্ঞেস করলাম– কোন হাসপাতালে, কোন চিকিৎসকের কাছে যাবেন? তিনি বলতে পারলেন না। তবে আরো দৃঢ় প্রত্যয়ে বললেন– ইবনে সিনা, ল্যাব এইড, স্কয়ার আর ইউনাইটেডের মতো হাসপাতাল যদি রোগী মেরে ফেলে; তাহলে আর না যেয়ে উপায় কী? বিগত সময়ে এমনই আরো বৈচিত্র্যময় ও বিস্তর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন দেশের চিকিৎসাপ্রত্যাশী রোগী এবং চিকিৎসা সেবাদানকারী চিকিৎসক, নার্স ও চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানগুলো।

চিকিৎসক কি মৃত্যুর জন্য দায়ী? দায়ী হলে তিনি কি হত্যাকারী? তিনি কি ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে অভিযুক্ত হবেন? এমন প্রশ্নগুলোই ঘুরপাক খাচ্ছে চিকিৎসক, চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান এবং চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে। এর সমাধান দেশ ও জনগণের স্বার্থে অতীব জরুরি। দেশের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন, সংরক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীদের আস্থা অর্জন ও বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা দানকারীদের নিরাপত্তা, অবহেলাকারীদের সুনির্দিষ্ট শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা রাষ্ট্রযন্ত্রেরই দায়িত্ব।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজন রোগীর মৃত্যু হবে না– এ নিশ্চয়তা কে দিতে পারে? কিন্তু সে মৃত্যু অনাকাঙ্ক্ষিত হলেই তাকে হত্যা করা হয়েছে, এমন অভিযোগ প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে। চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানকেও হত্যাকারী বলা হচ্ছে, এটা কতটা যুক্তিযুক্ত। হাসপাতালের বিল না দেয়ার জন্যও অনেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অভিযোগ তুলছেন। এমন কিছু মধ্যস্বত্বভোগীও আজকাল বের হয়েছে, যারা এমন অভিযোগ তৈরি করে চাঁদাবাজি করছেন। এমন হলে তো গুরুতর অসুস্থ রোগীদের কোনো হাসপাতালই চিকিৎসা দিতে নিরাপদ বোধ করবে না অথবা চিকিৎসা করবেন না।

চিকিৎসাধীন একজন রোগী বিভিন্ন কারণে মৃত্যুবরণ করতে পারেন। যেমন–

- রোগের স্বাভাবিক পরিণতি
- চিকিৎসা কিংবা অপারেশনের স্বীকৃত জটিলতা
- যথাযথ ওষুধের স্বীকৃত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
- ভুল চিকিৎসা
- চিকিৎসকের অবহেলা
- চিকিৎসক ব্যতীত অন্যান্য সেবা প্রদানকারী (নার্স, টেকনিশিয়ান, ওয়ার্ডবয়) ব্যক্তিদের অবহেলা
- রোগীর আত্মীয়স্বজনের চিকিৎসায় অনাগ্রহ ও অবহেলা
- চিকিৎসা সামগ্রী, সুযোগ সুবিধা, দক্ষ চিকিৎসাসেবা দানকারীর অপ্রতুলতা
- রোগীকে চিকিৎসক কর্তৃক হত্যা করা ইত্যাদি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগের স্বাভাবিক পরিণতিতে রোগী অবধারিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আজকাল অবশিষ্ট সব মৃত্যুর জন্যই চিকিৎসককে দায়ী করা হয়। তবে যাই হোক চিকিৎসক কখনো হত্যাকারী হতে পারেন না। আর চিকিৎসকের বিরুদ্ধে চিকিৎসাজনিত কারণে হত্যা মামলা দায়ের করা কিংবা তদন্ত ছাড়াই গ্রহণ করা, গ্রেফতার করা, রিমান্ডে নেয়া ন্যায়নীতির অনুকূল নয়।

অপারেশন ও যথাযথ ওষুধের স্বীকৃত জটিলতার ক্ষেত্রেও চিকিৎসককে দায়ী করা হয়। সম্প্রতি পাবনায় মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ প্রয়োগে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় চিকিৎসককে। উলে-খ্য, ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেন চিকিৎসক। মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি ও প্রয়োগের জন্য চিকিৎসক মোটেই দায়ী নন। এর জন্য ফার্মাসিস্ট ও নার্স দায়ী। পেনিসিলিন আবিষ্কার করে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু পেনিসিলিন প্রয়োগে প্রতি লাখে একজন লোক মারা যেতে পারেন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়। এর জন্য কি চিকিৎসক দায়ী হবেন? অপারেশনের স্বীকৃত জটিলতা রয়েছে। আমেরিকা ও ফ্রান্সে এ ধরনের জটিলতার জন্য সংশি-ষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় ধরে শুনানির পর চিকিৎসককে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কারণ ওই অপারেশনের এ ধরনের জটিলতা চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইতিপূর্বে বিবৃত হয়েছিল। গত মাসে সুইডেনে এক নবজাতকের অপারেশনের পর মৃত্যু হয়। শিশুর অভিভাবকেরা এ মৃত্যু মেনেও নিয়েছিল। কিন্তু সুইডেনের অতীব উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে পোস্টমর্টেমে ধরা পড়ে শিশুটির মস্তিষ্কে প্রয়োজনের বেশি মাত্রার চেতনানাশক ওষুধের উপস্থিতি। এতে সংশি-ষ্ট অ্যানেসথেটিস্টকে পেতে হয় আইনি শাস্তি।